



241709 - কুরআনে কারীম তলোওয়াত করার সময় কভিবে আমরা অনুভূততি আনতে পারি যি, আল্লাহ্ আমাদরেককে সম্বোধন করছনে?

প্রশ্ন

আলমেগণ বলেন: কুরআনে কারীম তলোওয়াত করার সময় ব্যক্তি যি এ অনুভূতি লালন করে যি, প্রত্যকে আয়াতে আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করছনে। কন্তি, শাইখ! আল্লাহ্ যখন কাফরে, মুশরকি, মথিযাবাদী ও অন্যদেরকে সম্বোধন করছনে তখন আমি কভিবে অনুভব করতে পারি যি, আল্লাহ্ আমাকই সম্বোধন করছনে; অথচ আমি তি— মুসলমি ও আখরিতে বশ্বাসী মুমনি। বারাকাল্লাহু ফকিম।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ বান্দাকে সম্বোধন করছনে সে অনুভূতি অর্জতি হব কুরআন তলোওয়াতের সময় চুপ থাকা, গভীর চিন্তাভাবনা (তাদাব্বুর) করা ও উত্তম আমলের মাধ্যমে। যহেতে একজন মুসলমি এ ঈমান রাখে যি, কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকেই সম্বোধন করনে: তিনি তাদেরকে নরিদশে দনে, নষিধে করনে। কখনও বশিষে কোন গোষ্ঠীকে নরিদশিট করে সম্বোধন করনে; আর কখনও সাধারণভাবে সম্বোধন করনে।

যখন আল্লাহ্ মুমনিদেরকে নরিদশিট করে সম্বোধন করনে তখন একজন মুসলমি এ সম্বোধনটিকে স্মরণে আনবে এবং বলবে: আমরা শুনলাম এবং মানলাম। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: "যখন আপনি শুনবেন আল্লাহ্ তাআলা বলছনে: 'হে যারা ঈমান এনছে' তখন আপনি কান খাড়া রাখুন। কারণ আল্লাহ্ হয়তো কোন ভাল কাজেরে নরিদশে দবিনে কথিবা কোন মন্দ কাজ থেকে বারণ করবনে।" [তাফসরি ইবনে কাছরি (১/৩৭৪)]

যখন আল্লাহ্ সকল মানুষকে লক্ষ্য করে সম্বোধন করনে তখনও স্মরণ করবে যি আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করছনে: যদি সটো কোন আদশে হয় তাহলে সটো পালন করবে, যদি কোন নষিধে হয় তাহলে সটো থেকে বরিত থাকবে, যদি কোন উপদশে হয় তাহলে উপদশে মোতাবেকে আমল করবে।

গটো কুরআনের ক্বতেরই বান্দা এ অনুভূতি লালন করবে যি, আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করছনে। তবে কুরআনের যি অংশ তলোওয়াত করা হছে সে অংশ মোতাবেকে এ অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন হবে:



যখন কোন আনুগত্যের কথা উল্লেখ করা হবে তখন স্মরণে আনবে যে, আল্লাহ্ তাকে এ আনুগত্য করার নির্দেশসূচক সম্বোধন করছেন। যখন কোন পাপের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণ করবে যে, আল্লাহ্ তাকে এ গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকার নিষেধোজ্ঞাসূচক সম্বোধন করছেন। যখন ঈমানদারদের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণ করবে যে, আল্লাহ্ তাদের সাথে মিত্রতা রাখা ও ভালবাসা পোষণ করার সম্বোধন করছেন। যখন কুফর ও নফিক ওয়ালাদের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণ করবে যে, আল্লাহ্ তাদের সাথে শত্রুতা রাখা ও ঘৃণা করার ব্যাপারে সম্বোধন করছেন।

যখন শয়তানের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণে আনবে যে, শয়তানের শত্রুতা ও বিন্দুধাচারণ করা, তার অনুসরণ না করা এবং আল্লাহ্র আনুগত্য মতোভাবে আমল করার ব্যাপারে সম্বোধন হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে দইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না, সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু? আর (বলে দইনি যে,) আমারই ইবাদত করবে? এটাই তো সরল পথ।" [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬০-৬১]

যখন সত্য ও সত্যবাদীদের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণে আনবে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সম্বোধন করছেন।

যখন মথিয়া ও মথিয়াবাদীদের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণে আনবে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার জন্য সম্বোধন করছেন।

ইমাম আবু বকর আল-আজুররি (রহঃ) বলেন:

এরপর আল্লাহ্ তাআলা তার মাখলুককে কুরআন অনুধাবন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি বলেন: "তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না; নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো আছে?" [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪]

তিনি আরও বলেন: "তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করবে না? এই কুরআন যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেকে বৈপরীত্য দেখতে পাত।" [সূরা নসি, আয়াত: ৮২]

মুহাম্মদ বনি হুসাইন (তিনিই আজুররি) বলেন: আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন! আপনারা কি দেখেছেন না যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর বাণী অনুধাবন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। যে ব্যক্তি তাঁর বাণী অনুধাবন করে সে রব্বকে চিনতে পারে, তাঁর মহা কৃপমতা ও শক্তি জানতে পারে, ঈমানদারদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অবগত হতে পারে, জানতে পারে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর যা কিছু ফরয করছেন; তখন ওয়াজবি পালন করাকে সে নিজের উপর অবধারিত করে নিয়ে এবং তার মহান মনবি যা কিছু থেকে থেকে সতর্ক করছেন সেটা থেকে সতর্ক হয় এবং যা কিছুর প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন সেগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়।

নজি কুরআন তলোওয়াত করার সময় কথিবা অন্যরে তলোওয়াত শ্রবণ করার সময় যে ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে তার জন্য



কুরআন নরিময়ক। সবে ব্যক্তরি সম্পদ না থাকলেও সবে ধনী। আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও সবে শক্তমিন। যখন অন্যরো নরিজনতা অনুভব করে তখন সবে তা অনুভব করে না। সবে যখন কোন সূরা পড়া শুরু করে তখন তার লক্ষ্য থাকে কখন আমি যা তলোওয়াত করছি সটো থেকে নসীহত গ্রহণ করতে পারব? তার উদ্দেশ্য এটা থাকে না যবে কখন আমি সূরাটি শিষে করতে পারব? তার উদ্দেশ্য থাকে কখন আমি আল্লাহর ভাষ্য উপলব্ধি করতে পারব? কখন আমি (নষিধে) থেকে বরিত হব? কখন আমি শিক্ষা গ্রহণ করব? কেননা তার কুরআন তলোওয়াত হচ্ছবে ইবাদত। গাফলত নিয়ে কোন ইবাদত হয় না। আল্লাহই তাওফিকদাতা। ["আখলাকু হামালাতলি কুরআন", পৃষ্ঠা-৩]

অতএব, আল্লাহর কতিব তলোওয়াতকারীর অবস্থা এমনই হকেক।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞঃ।